ধানের পাতা ব্লাস্ট রোগ দমনে সতর্কতা ও করণীয়

ব্লাস্ট ধানের একটি মারাত্মক ছত্রাকজনিত রোগ। বোরো মওসুমে সাধারণত ব্যাপকভাবে ব্লাস্ট রোগ হয়ে থাকে। চারা অবস্থা থেকে শুরু করে ধান পাকার আগ পর্যন্ত যেকোনো সময় এ রোগটি দেখা যায়। এটি ধানের পাতা, গিঁট এবং নেক বা শিষে আক্রমণ করে থাকে। সে অনুযায়ী এ রোগটি পাতা ব্লাস্ট, গিঁট ব্লাস্ট ও নেক ব্লাস্ট নামে পরিচিত।

পাতা ব্লাস্টঃ আক্রান্ত পাতায় প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ দেখা যায়। আস্তে আস্তে তা বড় হয়ে মাঝখানটা ধূসর বা সাদা ও কিনারা বাদামি রং ধারণ করে। দাগগুলো একটু লম্বাটে হয় এবং দেখতে অনেকটা চোখের মত। একাধিক দাগ মিশে গিয়ে শেষ পর্যন্ত পুরো পাতাটিই মারা যেতে পারে।

গিঁট ব্লাস্টঃ গিঁট আক্রান্ত হলে আক্রান্ত স্থান কালো ও দুর্বল হয়। জোরে বাতাসের ফলে আক্রান্ত স্থান ভেঙে পড়ে কিন্তু একদম আলাদা হয়ে যায় না।

নেক বা শিষ ব্লাস্টঃ শিষের গোড়ায় বাদামি অথবা কালো দাগ পড়ে। শিষের গোড়া ছাড়াও যে কোন শাখা-প্রশাখা ও আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত শিষের গোড়া পচে যায় এবং ভেঙ্গে পড়ে।

রোগের অনুকূল অবস্থা-

- দিনের বেলায় গরম ও রাতে ঠাণ্ডা, দীর্ঘ শিশিরে ভেজা সকাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ঝড়ো আবহাওয়া এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এ রোগের জন্য খুবই অনুকূল। এ রোগের জীবাণু দ্রুত বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়।

পাতা ব্লাস্ট রোগ দমনে করণীয়-

এখন সারা বাংলাদেশে পাতা ব্লাস্ট রোগের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করছে। কাজেই পাতা ব্লাস্ট রোগ দমনের জন্য সর্তক থাকতে হবে।

- ➢ পাতা ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় জমিতে পানি ধরে রাখতে পারলে এ রোগের ব্যাপকতা অনেকাংশে হ্রাস পায়।
- ➢ পাতা ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ট্রুপার ৭৫ডব্লিউপি (৫৪ গ্রাম/বিঘা), নেটিভো ৭৫ ডব্লিউজি (৩৩ গ্রাম/বিঘা), দিফা (৫৪ গ্রাম/বিঘা) অথবা ট্রাইসাক্লাজল গ্রুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ৬৬ লিটার পানিতে মিশিয়ে শেষ বিকালে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে পাতা ব্লাস্ট রোগ দমনের জন্য আগাম ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করার প্রয়োজন নাই। প্রাথমিক লক্ষণ দেখার সাথে সাথেই প্রয়োগ করতে হবে।

পাতা ব্লাস্ট রোগের লক্ষণ

প্রচারে: উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর ১৭০১

বিস্তারিত তথ্যের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এর প্রধান কার্যালয়সহ আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ / নিকটস্থ কৃষি সম্প্রসারণ (ডিএই) অফিসে যোগাযোগ করুন।

কয়েকটি জরুরি ফোন নম্বর ও ওয়েবসাইট: ০২-৪৯২৭২০০৫-১৪ এক্স. ৩৮৯ অথবা মোবাইল: ০১৭১১-১৬০০৪১ (নাগরিক তথ্য সেবা ও সহায়ক কেন্দ্র, ব্রি, গাজীপুর); ০২-৪৯২-৭২০৫৪ (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, গাজীপুর); www.brri.gov.bd